প্রথম আলো

তারিখ 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে গতকাল এক মাঠে বই পড়া কর্মসূচিতে অংশ নেয় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী ● ছবি : প্রথম আলো

এক মাঠে পাঠ উৎসবে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী

বই পড়ার আনন্দ

সুমন মোল্লা ও তফসিলুল আজিজ,
বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) থেকে ফিরে ●

মুক্তিযুদ্ধের কষ্টগাথা নিয়ে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লেখা 'একাত্তরের দিনগুলো' প্রবন্ধ পড়ে চোখ ছলছল করছিল নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী নওশিন জাহানের। প্রবন্ধটি নবম শ্রেণিতে পাঠ্য। বাংলা বইয়ের ১১৩ থেকে ১১৭ পৃষ্ঠার লেখাটি নওশিন পড়েছে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে বই পড়া উৎসবে এসে।

নওশিন জানায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে দুবার পড়েছে। প্রথমবার পড়ার পর মনে হয়েছে আবার পড়া উচিত। দ্বিতীয়বার পড়া শেষ করার আগে কখন কীভাবে চোখের কোণে পানি জমেছে, বুঝে উঠতে পারেনি। উৎসব একদিকে চোখ থেকে পানি ঝরিয়েছে, আবার সারা জীবন স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো ঘটনাও এটি বলে মন্তব্য নওশিনের। পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে বই পড়ার উৎসবটি হয় পৌর শহরের নাজিম উদ্দিন ভূইয়া মাঠে। এই খোলা মাঠ গতকাল শনিবার শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহার হয়। বছরের যেকোনো একটি দিনকে বই পড়া উৎসব ঘোষণার দাবিতে, ব্যতিক্রমী এই উৎসবের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন।

বেলা ১১টার দিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হেলালুদ্দীন আহমদ। কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক আজিমুদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছারওয়ার আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভাস্কর দেবনাথ ও মেয়র আনোয়ার আশরাফ।

বেলা ১১টা ২০ মিনিট থেকে বই পড়া শুরু হয়ে শেষ হয় দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে। সকাল ১০টার আগে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়। পৌর শহরের সবকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ৫ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। মাঠে রাখা ১ হাজার ৫০০ বেঞ্চে স্থান সংকুলান না হওয়ায় কয়েক শ শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে বই পড়া কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা গেছে।

একসঙ্গে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে বই পড়ার ভাবনাটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভাস্কর দেবনাথের। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীরা বইপড়া থেকে সরে যাচ্ছে। অথচ গুণনির্ভর জাতি গঠনে জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই।' তিনি বলেন, বছরের একটি দিনকে বই পড়া উৎসব ঘোষণার দাবির ভাবনা থেকে আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়।

বিভাগীয় কমিশনার হেলালুদ্দীন আহমেদ বলেন, একসঙ্গে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর বই পড়ার ঘটনা বিরল। বই পড়া উৎসব দাবির বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আনার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।